উদারপন্থী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা :

সাধারণভাবে পশ্চিম ইউরোপের রাজনৈতিক ব্যবস্থা উদারপন্থী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নামে পরিচিত।পশ্চিম ইউরোপ বলতে মূলত ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স কে বোঝানো হলেও সাধারণভাবে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর শাসনব্যবস্থা উদারপন্থী গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা রূপে গণ্য হয়। উদাহরণ হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র,স্পেন,ইতালী প্রভৃতি দেশের নাম করা যায়।

ইংল্যান্ডে১৬৮৮সালের গৌরবময় বিপ্লবের প্রেক্ষিতে উদারনীতিবাদের জন্ম। উদারনীতিবাদ একটি রাজনৈতিক দর্শন।এটি পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার রাজনৈতিক দর্শন।এটি মূলত ব্যাক্তিস্বাতন্ত্রবাদী ত্বত যেখানে ব্যাক্তির অধিকার ও স্বাধীনতা গুরুত্ব পায়। বস্তুত আজকের যুগে সমগ্র বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্র উদারপন্থী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

বৈশিষ্ট্য :.

১)এই ব্যবস্থা সংবিধান পরিচালিত শাসনব্যবস্থা। সংবিধান সমস্ত ক্ষমতার উৎস।

২)এই ব্যাবস্থায় একাধিক রাজনৈতিক দল থাকে যারা নির্বাচনে প্রাথীদের মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।।

৩) নির্দিষ্ট সময় অন্তর নির্বাচন হয়।নির্বাচনের মাধ্যমে জনগন প্রতিনিধি নির্বাচন করে যারা জনগনের হয়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহন করে।।

৪)এই ব্যবস্থায় ব্যাক্তির স্বাধীনতা ও অধিকার গুরুত্ব পায়।।

৫)এই ব্যবস্থায় আইনের অনুশাসন দেখা যায়।

৬)বিচারবিভাগের স্বাধীনতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ।

৭) গণমাধ্যমের স্বাধীনতা আরেকটি বৈশিষ্ট্য

৮)এই ব্যবস্থায় চাপ গোষ্ঠী গুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।তারা সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতু রচনা করে।